দৈনিক সংবাদ

তারিখ OCT 04 1999
পৃঃ ৪ কলাম ৬

শিক্ষকদের নকল প্রবণতা প্রসঙ্গে

গত ২৭শে জুলাই দৈনিক সংবাদ-এর চিঠিপত্র বিভাগে প্রকাশিত আবুল কালামের 'শিক্ষকদের নকল প্রবণতা' চিঠিটির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। চিঠিতে উল্লিখিত ইংরেজি ১ম ও ২য় প্রশ্ন গ্যালাক্সি গাইডের চার ও ছয় নং নমুনা প্রশ্ন এবং ১৯৯৮ সালের সমাজবিজ্ঞান বিষয়ের প্রশ্নপত্রের উল্লেখ নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে, আমাদের স্কুলটিই ওই 'নিকটস্থ' স্কুল। অভিভাবক ও ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিষয়টি এখন বহুল আলোচিত। অনেকেই যুক্তি দেখাতে পারেন- প্রশ্নপত্র নকল হলে ছাত্রছাত্রীর অসুবিধা কি? ওটা কোন অপরাধ

নয়। আইন কোন্‌টিকে অপরাধ বলে গণ্য করবে, কোন্‌টিকে করবে না আমরা জানি না, কিন্তু নীতিগতভাবে দুটোই অনাকাঙ্ক্ষিত কারণ এক এক স্কুলে পাঠ তালিকা, ক্লাসটিচিং ভিন্ন ভিন্ন হয়। তাই সংশ্লিষ্ট স্কুলের অভ্যন্তরীণ ক্লাসটিচিং-এর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে প্রশ্নপত্র না করে টেস্টপেপার বা গাইড বই থেকে প্রশ্ন হুবহু নকল করে পরীক্ষা দিলে সংশ্লিষ্ট ছাত্ররা বিপাকে পড়ে। এই বিপাক থেকে রেহাই পেতে তারা নকলের আশ্রয় নেয়।

ইংরেজি ২য় পত্রের কম্প্রিহেনশনটি ছিল 'গুড টিচার' সম্পর্কে শেষ প্যারার লাইনটি ছিল- 'A good teacher works in quite a differnet way. His audience takes an active parts in his play`. গাইড থেকে প্রশ্নকারী শিক্ষকের audience (ছাত্ররা) active part (নকলের আশ্রয়)ই নিয়েছিল ঐ Play (পরীক্ষা)তে। স্কুলের টয়লেটটি হয়ে উঠেছিল এই নাটকের গ্রিনরুম অথবা সাময়িক পাঠাগার। কিন্তু যারা Active part নেয়নি, নৈতিকতাহীন দক্ষতাকে (নকল) পরিহার করে শুধু reading and writing skill এর উপর পরীক্ষা দিয়েছে তাদের মূল্যায়ন কি যথাযথ হবে? রেজাল্টে যখন দেখা যাবে স্কুল পালানো, ক্লাস পালানো নিরেট গবেট ছাত্রটি হাত সাফাই-এর কল্যাণে ক্লাসের পরিশ্রমী মেধাবী ছেলেটি/মেয়েটির চেয়ে বেশি নম্বর পাচ্ছে তখন সেই পরিশ্রমী ছাত্রছাত্রীর মনেও নকলের ইচ্ছা জাগবে।

আমাদের দুর্ভাগ্য শুধু নকল প্রশ্নপত্রই নয়, নকল বই পড়ে জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষায় প্রতিযোগিতা করতে হয়। ৭ম ও ৮ম শ্রেণীর বাংলা ব্যাকরণ ও রচনা বইটি এই স্কুলের স্বনামধন্য শিক্ষক শেখ আবদুল জলিল ও জামালপুর হাইস্কুলের শিক্ষক সলিল কুমার কাহালির যৌথভাবে লেখা যা বছরের পর বছর পাঠ্য তালিকায় জেঁকে বসেছে। কিন্তু এ বই এর রচনাগুলো কি মৌখিক? বইটির জনসেবা, ছাত্রসমাজের দায়িত্ব ও কর্তব্য, নারীশিক্ষা, পরিবেশ দূষণ ও প্রতিকার, পল্লী সংস্কার, খেলাধুলার প্রয়োজনীয়তা; পরীক্ষার পূর্বরাত্রি, একটি ছুটির দিন, শীতের সকাল, একটি বর্ষণমুখর সন্ধ্যা, কৃষিকাজে বিজ্ঞান, দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞানের দান, জাতীয় জীবনে টেলিভিশনের ভূমিকা- এই ১৩টি রচনা মল্লিক ব্রাদার্স প্রকাশিত মাহবুবুল আলমের এস এস সির ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য লিখিত বাংলা ব্যাকরণ ও রচনা বই থেকে নকল। সংক্ষিপ্ত রূপ দেবার জন্য শুধু কিছু কিছু বাক্য ছেড়ে দেয়া হয়েছে। যখন সন্ধ্যা নামে- অজিত কুমার গুহ ও আনিসুজ্জামানের নতুন বাংলা রচনা বই থেকে নকল। হয়তো এমনি আরও বিভিন্ন বই থেকেই বাকি রচনাগুলো সংকলিত। অথচ উল্লেখিত রচনার শেষে সংকলিত বা পরিমার্জিত ইত্যাদি কোন স্বীকারোক্তিই নেই।

'আপনি আচরি ধর্ম, পরেরে শিখাও'- এভাবে শিক্ষকই ছাত্রকে নকল করার কাজে ঠেলে দিচ্ছেন, শিক্ষকদের কাছে নকলের পাঠ পেয়ে ছাত্ররা এটাকে বৈধই ভাবছে।

প্রকৃতপক্ষে 'রোগই সংক্রামক-স্বাস্থ্য নয়'- ছাত্রদের নকল প্রবণতা রোগের চিকিৎসা যথাসময়ে না করার ফলে আজ মহামারীর মত ছড়িয়ে পড়েছে এ রোগ শহরে গ্রামে। তেমনি বই রচনা থেকে প্রশ্নপত্র রচনা; সমাজবিজ্ঞান থেকে ইংরেজি; একজন থেকে দু'জন- দু'জন থেকে তিনজন- এভাবে শিক্ষকদের মাঝেও নকল প্রবণতার রোগ ক্রমাগত সংক্রমিত হচ্ছে ধীরে ধীরে। কর্তৃপক্ষের অজান্তে ছড়াচ্ছে- নকলের জীবাণু।

সংশ্লিষ্ট ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে আমাদের আবেদন, উপযুক্ত প্রতিষেধক-এর মাধ্যমে এ রোগের প্রতিকারের ব্যবস্থা নিন। নতুবা যে রোগে ছাত্রসমাজের শরীরে আজ পচন ধরেছে সেই রোগে শিক্ষক সমাজও ব্যাপকভাবে সংক্রমিত হয়ে গড়লে গোটা শিক্ষা ব্যবস্থাই ধসে পড়বে। 'শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড'বলে চিৎকার করে সেমিনার উত্তপ্ত করলেও ভেঙে যাওয়া মেরুদণ্ড নিয়ে জাতি দাঁড়াতে পারবে না।

২০০০ সালের প্রজন্ম চায় সৎ, নিবেদিত ও পরিশ্রমী শিক্ষক সমাজ। যাদের তত্ত্বাবধানে আমরাও হয়ে উঠব সৎ, জাতির প্রতি প্রতিশ্রুতিশীল, পরিশ্রমী তরুণ জাতি।

ভুক্তভোগী ছাত্রছাত্রী
কে, বি হাই স্কুল, বা,কৃ,বি
ময়মনসিংহ-২২০২